জোলেখা খাতুন

সাতক্ষীরা শহর থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দুরে কামালনগর এলাকা। এলাকাটি শহরতলীর মত। এর শেষ প্রান্তে জোলেখা খাতুন ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে। পাশাপাশি কয়েকটা ঘর। প্রায় বস্তির মত ঘরে জোলেখার বাস। ঘরগুলো বেড়ার এবং বেড়ার ছাউনি দেয়া ঝুপড়ি। ভেতরে অন্ধকার। অপ্রশস্ত, অস্বাস্থ্যকর এবং দীনহীন একটি ঘর।

১৯৭১ সালে জোলেখা খাতুনের স্বামীকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হত্যা করে এবং জোলেখা বাড়ি ছেড়ে সন্তানদের নিয়ে পালিয়ে যান সাময়িকভাবে। পরবর্তীতে তিনি ওই বাড়িতে ফিরে এসেও বাড়িটি বেদখল হয়ে যায় এবং জোলেখা বাধ্য হন বাড়ি ছেড়ে রাস্তার পাশের বস্তিতে আশ্রয় নিতে। ১৯৭১ এ জোলেখা স্বামী আবদুল কাদের স্থানীয় জুগলা স্কুলে মাস্টারি করতেন। কামালনগরেই জোলেখার বাড়ি ছিল প্রায় এক বিঘা জমির ওপর। একাত্তরে তার স্বামীকে পাক আর্মি গুলি করে হত্যা করে, কারণ আবদুল কাদের গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতেন। এছাড়াও সীমান্তের কোন রাস্তায় মুক্তিফৌজের আসা নিরাপদ, কোন রাস্তায় পাক সেনারা ব্যারিকেড দিয়েছে, এসব তথ্য সরবরাহ করতেন তিনি।

একাত্তরের বৈশাখ মাসের সাত তারিখ (আনুমানিক ২২ শে এপ্রিল) সকাল বেলা পাকিস্তানি আর্মি গাড়ী নিয়ে আসে জোলেখার বাড়িতে। ৮-৯ জন খান সেনা বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করতে থাকে। খাটের ওপর পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের এর ওয়াকিটকি, যেটা দিয়ে কাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পাক সৈন্যরা কাদেরকে ধরে নিয়ে উঠোনের নারিকেল গাছের নিচে গুলি করে হত্যা করে। পরে এলাকার লোকজন তাকে ওই বাড়ির জমিতেই কবর দেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর জোলেখা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান, আবার ঘরে ফিরে আসেন। পালিয়ে যাবার সময় দিশাহারা হয়ে ভুলে কোলের ছেলে এবং একটি মেয়েকে বাড়ীতে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। পরে স্থানীয় লোকজন খেলেটাকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এলেও মেয়েটাকে তিনি চীরতরে হারিয়ে ফেলেছেন । একাত্তর তাকে সন্তানহারা, স্বামীহারা করেছে।

একাত্তরেই অভাবের দিনগুলোতে প্রতিবেশী শামসুল উকিল এবং কালীপদ উকিলের ছেলে মলাই দাদা তাদেরকে টাকা-পয়সা, চাল-ডাল দিয়ে সাহায্য করত। স্বধীনতার পর এই দুই প্রতিবেশি জোলেখার দুঃস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে ভিটেছাড়া করে এবং তার সম্পত্তির পাওয়ার অব এটর্নি প্রহন করে। জোলেখা নিঃসহায় অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরে স্থানীয় মেম্বারদের ধরাধরি করে কামালনগরের সরকারী জায়গায় বস্তি তুলে বাস করতে থাকে। আমরা যখন তার সাক্ষাৎকার নিতে যাই, তখন জোলেখা ওই বস্তিতেই বসবাস করছিল। সাক্ষাৎকারের দিনই তার মা অনাহারে, দুঃখ-কষ্টে, চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। তার পেটে টিউমার হয়েছিল। জোলেখা একাত্তরের আগে স্বচ্ছলতার মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন। একাত্তর দেশের স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু হরণ করে নিয়েছে জোলেখার সুখ, শান্তি, স্বচ্ছলতা। তার ছিল নয় সন্তান। এক মেয়ে হারিয়ে যাবার পর আট সন্তানকে খাওয়ানো, পড়ানো ছাড়াও তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা হোটেলে কাজ করে, মুরগীর ব্যবসা করে প্রত্যেকে বিয়ে করে আলাদা আলাদা সংসার করছে। বর্তমানে মা মারা যাবার পর জোলেখা সম্পূর্ণ একাকি দিন কাটাচ্ছেন। যাদের আপনজনের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তাদের প্রতি আমাদের অবশ্যই দায়বদ্ধতা রয়েছে।

সঙ্কলনে সুরাইয়া বেগম